যুগান্তর

তারিখ : 16 OCT 2015

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

/যশোর চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়/

ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ায় বঞ্চিত মেধাবীরা

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

সৃজনশীল উপযোগী অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণের সংকট, দক্ষ শিক্ষকের অভাব এবং পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে অদক্ষতায় শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ঘটছে না বলে জানান যশোরের চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। আর শিক্ষার্থীরা জানায়, প্রশ্ন নিয়ে তারা আতংকে থাকে। ফলে ভালো ফলের জন্য কোচিং কিংবা প্রাইভেট পড়তে হয়। একই সঙ্গে গাইড বইয়ের সাহায্যও নিতে হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুর রহমান বলেন, সৃজনশীল ভালো পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতিতে পাঠদানের পরিবেশের অভাব রয়েছে। স্কুলে নানা সংকটে শিক্ষার্থীদের যথাযথ পাঠদান করা যায় না। সৃজনশীলের সুফল পেতে হলে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করতে হবে। এরমধ্যে বিষয়ভিত্তিক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়নকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষকরা কোচিংমুখী হওয়ায় ক্লাসে পাঠদানে অমনোযোগী থাকেন। ফলে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ভালো বুঝতে পারে না। এতে তারা কোচিং, প্রাইভেট কিংবা গাইডনির্ভর হয়ে পড়ে।

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত উপজেলার শীর্ষ এই বিদ্যালয়টিতে সাধারণ ও কারিগরি শাখায় ১ হাজার ৭৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য ২৫ জন শিক্ষক রয়েছে। এরমধ্যে মাত্র দু'জন মাস্টার ট্রেইনার। আর সৃজনশীলের ওপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১৯ জন শিক্ষক।

সৃজনশীলের খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতির সমালোচনা করে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক শাহিদুল ইসলাম বলেন, বোর্ডের খাতা মূল্যায়নে খুব কম সময় দেয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক নম্বর প্রদানে বৈষম্য করেন। খাতা মূল্যায়নে অনেকে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের প্রশ্নোত্তরে গতানুগতিক নম্বর দেন। ঢালাওভাবে নম্বর দেয়ায় অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত হন।

খাতা মূল্যায়ন নিয়ে শিক্ষার্থীরাও একই অভিযোগ করে। তারা জানায়, পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষকরা বৈষম্য করেন। এতে অনেক সময় কম মেধাবীরাও বেশি নম্বর পেয়ে যায়। শিক্ষার্থী মাহমুদ আল সায়েম ও অমিত হাসান জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতি এমসিকিউ প্রশ্ন কমিয়ে আনা উচিত। কারণ অনেকে পরীক্ষার হলে শুনে উত্তর দিয়েই ভালো নম্বর পেয়ে যায়। আবার অনেকে নিজের মেধা খাটিয়ে উত্তর দিয়েও কম নম্বর পায়। শিক্ষার্থী চন্দনা সাবরিনা ঐশী ও আইরিন খানম জানান, শিক্ষকরা ক্লাসে পড়ালেও প্রাইভেট না পড়লে সব ভালোভাবে পারা যায় না।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

সৃজনশীল উপযোগী শ্রেণীকক্ষের সংকটের কথা জানিয়ে সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) হামিদুর রহমান মিলন বলেন, সৃজনশীল পাঠদানের পূর্বশর্ত শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিন্যাস করে পাঠদান করা। কিন্তু শ্রেণীকক্ষের জায়গা স্বল্পতার কারণে শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব হয় না। এক সঙ্গে ৬০-৭০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান করা হয়। এছাড়া শিক্ষা উপকরণের অভাব তো আছেই। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ল্যাবের উপকরণ সংকট আছে। শিক্ষার্থীদের গণিতে ভীতির কথা জানান মাস্টার ট্রেইনার ও সহকারী শিক্ষক (গণিত) ফারুক হোসেন।

তিনি বলেন, গণিতের সৃজনশীলে ভালো করতে হলে শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান বেশি অর্জন করতে হবে। মৌলিক জ্ঞানে দুর্বলতা থাকলে গণিতের ভীতি কাটানো সম্ভব নয়। আগেই ভীতি ছিল। তবে সৃজনশীল চালুর পর গণিতে ভয় আরও বেড়েছে।

কাল ছাপা হবে : যশোর পুলিশ লাইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়